6.2 পলিস গড়ে ওঠার কারণ [Causes of the Rise of Police]

■ ভৌগোলিক কারণ

ডোরিয়ান আক্রমণের পূর্বে গ্রিকদের রাষ্ট্রকাঠামোর বর্ণনার মধ্যে পলিসের উৎপত্তির আভাস মেলে। বস্তুত গ্রিস পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা ইত্যাদি বৈচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপত্যকা হলেও পলিসের উৎপত্তির মূল কারণ হিসেবে ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে ঐতিহাসিক জি. গ্লৎজ (Gustava Glotz) মনে করেছেন। গ্রিকরা পাহাড়ের চূড়ায় বাস করতে ভালোবাসত, এই কারণে পর্বতের উপরে সমতলভূমি, high town বা Acropolis বা নগরদুর্গকে পাথরের পাঁচিল দিয়ে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হত। এই ব্যবস্থা থেকেই ক্রমশ পলিসের উৎপত্তি হয়। এভাবে Acropolis-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কাঠামো আর্থিক প্রয়োজনে অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রসারিত হয়।

■ অর্থনৈতিক কারণ

জি. গ্লৎজ, এইচ. ডি. এফ. কিটো (H. D. F. Kitto) প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন পলিস গঠনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক কারণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রয়োজনও সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন—এশিয়া মাইনর এবং ইটালিতে পর্বতের তুলনায় সমতলভূমি বেশি ছিল ও যোগাযোগও সহজ ছিল, তবু এখানেও গ্রিকরা সর্বত্র পলিস গঠন করেছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে স্কটল্যান্ড গ্রিসের অনুরূপ হলেও সেখানে কোনো নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। বিয়োসিয়ার গ্রাম্য কবি হেসিয়ড ও হোমারের রচনায় যে গ্রিক অর্থনীতির চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে গ্রিসে উৎপন্ন শস্যাদি সামাজিক চাহিদা পূরণ করত। কিন্তু ক্রমশ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গ্রিকরা বিদেশ থেকে আমদানিকৃত দ্রব্য বিক্রয়ের প্রয়োজনে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে হাজির করত। এভাবে সেখানে ক্রমশ সৃষ্টি হয় বাজার। এই বাজারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উপনিবেশ এবং এই উপনিবেশগুলিকেই অনেকসময় পলিস আখ্যাদান করা হত।

■ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণ

অ্যারিস্টট্‌ল ও আধুনিক ঐতিহাসিক ফসটেল ডে. কোলানজেস (Fustel de Coulanges) পলিস গঠনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অ্যারিস্টট্‌লের মতে, পলিস গঠন-প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায় রয়েছে—(a) প্রথম পর্যায় হল সম্প্রদায়গত বন্ধন—যা চিরকালীন। একত্রে ভোজন, একত্রে জীবন কাটানো একটি স্বাভাবিক সামাজিক বন্ধনে পরিণত হয়েছিল। এই সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল পরিবার (Oikia)। স্বামী-স্ত্রী, ক্রীতদাস-প্রভুর স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকেই গড়ে উঠেছিল সম্প্রদায়। (b) দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিবার থেকে তৈরি হল গ্রাম (Kome)। বিভিন্ন পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা তাদেরই সম্প্রদায়ের একজনকে রাজা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল, যে সম্প্রদায়ের স্বার্থে তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছিল। (c) তৃতীয় পর্যায়ে বহু গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র। অ্যারিস্টট্‌লের ভাষায়,"the perfect community – the polis"।

সুতরাং, একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। যে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পরিবার তৈরি করেছিল, সেই মানুষই পরিপূর্ণতালাভ করেছিল পলিস গঠনের মধ্যে দিয়ে। আর সেই কারণেই মানুষ রাজনৈতিক জীব (Political animal)।

■ ধর্মীয় কারণ

ঐতিহাসিক কোলানজেস মন্তব্য করেছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণেও পলিস গড়ে উঠেছিল। তিনি গ্রিকদের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, গ্রিকরা প্রাচীনকালে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। তারা প্রকৃতি ও মৃত ব্যক্তির পূজা করত এবং পবিত্র অগ্নির বন্দনা করত। তারা সমতলভূমির উপর অবস্থিত পাহাড়ের চূড়াকে ধর্মীয় কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করত। এই ধর্মীয় কেন্দ্রে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা মিলিত হতেন এবং পুরোহিত সম্প্রদায় ধর্মীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এটি ছিল জনসাধারণের মিলনস্থল। এই ধর্মীয় মিলনস্থল শেষপর্যন্ত পলিসে পরিণত হয়েছিল।

■ উপজাতি গোষ্ঠীর সহানুভূতি

উপজাতি গোষ্ঠীর সহানুভূতি পলিস সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন পলিসে সংখ্যাধিক্য ছিল। এ থেকে অনুমিত হয় যে, উপজাতি গোষ্ঠীবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা পলিস গঠন করেছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে পলিস জীবনের সুযোগসুবিধায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক উপজাতি পলিস গঠন করেছিল।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক জি. গ্লতস দেখিয়েছেন যে, জনসমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘর্ষের ফলে পলিস গঠিত হয়নি। বরং পরিবারের মধ্যে দলপতির প্রাধান্য বেশি ছিল যার নির্দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী পলিস সৃষ্টি করেছিল।

■ পলিসের বৈশিষ্ট্য

পলিসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার ক্ষুদ্র পরিধি। ঐতিহাসিক ভিক্টর এরেনবার্গ (Victor Ehrenberg) একে 'Narrowness of Space' বা স্থানের সংকীর্ণতা বলে অভিহিত করেছেন। তবে গ্রিসের ভৌগোলিক পরিবেশ পলিসের এই ক্ষুদ্র পরিধির জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। ঐতিহাসিক এইচ. ডি. এফ. কিটো তাঁর 'The Greeks' নামক গ্রন্থে বলেছেন, পলিসের আয়তন ক্ষুদ্র হলেও এর বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

কারণ গ্রিকরা বৃহৎ রাষ্ট্র পছন্দ করত না। তাই পারস্য সাম্রাজ্যকে তারা বর্বরদের সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করত। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর 'Politics' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রথমদিকে ভৌগোলিক কারণে পলিসগুলিকে ছোটো রাখতে হয়েছিল ও একটি পলিস একটি পৌরসভার তুলনায় বড়ো ছিল না। এ ছাড়া পলিসগুলির ক্ষুদ্রতার জন্য জনসংখ্যাও ছিল সীমিত। অ্যারিস্টট্‌লের রচনা থেকে জানা যায় একটি আদর্শ পলিসের জনসংখ্যা ছিল প্রায় 5000। ফলে পলিসে নাগরিকদের পারস্পরিক পরিচয় ছিল। পলিসগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পলিসকে কেন্দ্র করে তার ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি, আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পলিসের মানুষের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ফিনলে পলিসের সমাজকে 'face to face society' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সমস্ত পলিসের জনসংখ্যা এক ছিল না। কিটো লিখেছেন যে, যখন পেলোপনেসীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন এথেন্সের জনসংখ্যা ছিল প্রায় 3 লক্ষ। করিন্থের জনসংখ্যা ছিল প্রায় 70 হাজার, আবার কোনো কোনো পলিসে 5 হাজার বা তার কম জনসংখ্যাও ছিল। তবে গ্রিকদের দৃষ্টিতে নগররাষ্ট্রের ক্ষুদ্র পরিধি, আয়তন, জনসংখ্যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না।

দ্বিতীয়ত, গ্রিসের পলিসগুলি ছিল তাদের রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র। অ্যারিস্টট্‌ল বলেছিলেন যে, মানুষ রাজনৈতিক জীব ও রাজনৈতিক জীবরূপে গ্রিকরা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগঠন নগররাষ্ট্রে বসবাস করত। তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক চেতনা, আবেগ ও অনুভূতি এই নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হত। পলিসের রাজনৈতিক জীবন থেকে গ্রিক সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, তাদের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল। পলিসের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বৈষম্য থাকলেও বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পলিসে বাস করত ও পলিসের মধ্যে তারা তাদের জগৎকে অনুসন্ধান করত। নাগরিকরা যাতে সমভাবে গণতন্ত্র ভোগ করতে পারে, সেজন্য তারা সচেষ্ট ছিল।

তৃতীয়ত, গ্রিক পলিসের অপর বৈশিষ্ট্য হল এর শ্রেণিবিন্যাস। প্রায় প্রতিটি পলিসে চারটি শ্রেণি ছিল- নাগরিক, বিদেশি বা মেটিক, ক্রীতদাস, পেরিওকয়। পলিসের নাগরিকরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করত। তারা ছিল ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত। বিদেশিরা অর্থনৈতিক অধিকারলাভ করলেও তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। মেটিকরা প্রধানত নৌবাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে জীবিকানির্বাহ করত। কিন্তু গ্রিসের ক্রীতদাসদের অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেটিকরা এই ক্রীতদাসদের ক্রয় করত এবং তাদের সর্বপ্রকার কাজে নিয়োগ করত। পলিসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক পলিসের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থত, গ্রিসে প্রত্যেক নগররাষ্ট্রের মধ্যে গ্রামীণ জীবনের স্পর্শ ছিল কারণ প্রত্যেক নগররাষ্ট্রে পশুচারণভূমি ছিল, চাষের ক্ষেত ও আঙুরের বাগান ছিল। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, পাহাড় ঘেরা এই নগররাষ্ট্রে জনগণ গ্রাম্যজীবনের স্বাদ উপভোগ করত। প্রতিটি নগররাষ্ট্র বা পলিস স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, কারণ শস্যের জোগান তারা নিজেরাই দিত। অনেক মার্কসবাদী ঐতিহাসিক মনে করেন নগররাষ্ট্রে গ্রামীণ জীবনের স্পর্শ থাকলেও সেখানে শোষক ও বঞ্চিতের সম্পর্ক ছিল। শহর, গ্রামকে শোষণ করত। ঐতিহাসিক জোনস (Jones) বলেন যে, নগররাষ্ট্রগুলি আর্থিক ক্ষেত্রে গ্রামের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এথেন্সের জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এথেন্স এজন্যই সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

পঞ্চমত, গ্রিক নগররাষ্ট্রে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঐক্য ছিল এবং এটিই ছিল পলিসের অভিনবত্ব। ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বাস করার ফলে পলিসের প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের পরিচিত ছিল। পথেঘাটে, বাজারে তাদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ছিল। নগরজীবনের পরিবেশ ও ঐতিহ্য তাদের আকৃষ্ট করত বলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বাহ্যত কোনো সীমারেখা ছিল না। বরং পলিসের জনগণ গ্রিক সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রধান অঙ্গ হিসেবে নিজেদের মনে করত। এ ছাড়া তারা যে স্বাধীনতা ভোগ করত সেই স্বাধীনতাই তাদের ঐক্যবোধকে আরও জাগ্রত করেছিল।

ষষ্ঠত, গ্রিসের বিভিন্ন পলিসের রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের ছিল, কোথাও ছিল গণতন্ত্র, কোথাও বা অভিজাততন্ত্র। বস্তুত বিভিন্ন পলিসের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন পলিসের সাধারণ জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলেছিল এবং গ্রিসের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশের সহায়ক ছিল।

হোমার পরবর্তী গ্রিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রাক্-প্রচলিত 800 অব্দ থেকে পলিসের উত্থান ও বিকাশ। পলিসের উত্থানের থেকেও পলিসের পতন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশি মতপার্থক্য তৈরি করেছে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে, পলিস সুপ্রাচীন যুগ (Archaic period) এবং ধ্রুপদি যুগে (Classical period) বিকশিত হয়েছিল এবং প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ম্যাসিডোনিয়ানরা পলিসের পতন ঘটিয়েছিল। স্বাধীনতা (Autonomia) ছিল একটি নগররাষ্ট্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হেলেনীয় যুগের শুরুতেই পলিসগুলি এই স্বাধীনতা হারাতে শুরু করেছিল। আর এই 'autonomia' হারানোর মধ্যে দিয়েই পলিসগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্য (Identity) হারাতে থাকে। প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে গ্রিস ধীরে ধীরে নতুন চিন্তাভাবনা, জীবনধারণের একটা নতুন দিকে অগ্রসর হয়েছিল। শেষপর্যন্ত প্রাক্-প্রচলিত 338 অব্দে ম্যাসিডনের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** গ্রিসের অধীশ্বর হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে পলিসের ঐতিহাসিক পর্বের অবসান ঘটান।

প্রাক্-প্রচলিত চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক পলিসগুলির পতনের সূচনা যে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের সময় (প্রাক্-প্রচলিত 431 অব্দ) থেকেই হয়েছিল এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা একমত। এই যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গ্রিসে যে নতুন নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ হয় তার সঙ্গে পলিসের জীবনদর্শনের কোনো মিল ছিল না। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পেরিক্লিসীয় যুগ ছিল একটি অতীত ঘটনামাত্র। এই পেলোপনেসীয় যুদ্ধের আঘাতে গ্রিসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পলিস এথেন্সের পরাজয় ঘটে এবং স্পার্টা ও তার মিত্ররা জয়লাভ করে। কিন্তু স্পার্টার এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই থিবসের কাছে স্পার্টা পরাজিত হয়, আবার থিবসকে পরাজিত করে ম্যাসিডোনিয়া সমগ্র গ্রিসে তার আধিপত্য বিস্তার করে।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বলেন, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিপর্যস্ত গ্রিক জনগণও এমনই এক সাম্রাজ্যবাদী শাসন কামনা করেছিল যার সাহায্যে অন্তত গ্রিসে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এজন্য তারা ফিলিপের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারসিকদের হাত থেকে গ্রিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। পাশাপাশি যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক সংকট দূর করার জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার নীতিও গ্রহণ করেছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে ফিলিপের পুত্র **আলেকজান্ডার** বিশ্ববিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

৬.৩ পলিসের পতনের কারণসমূহ [Causes of the decline of the Poli